Bismillahir Rahmanir Raheem

দি মেসেজ

The Message

VOLUME 3, ISSUE I

JAN - FEB, 2009

ঈমানের স্বচ্ছ ধারণা

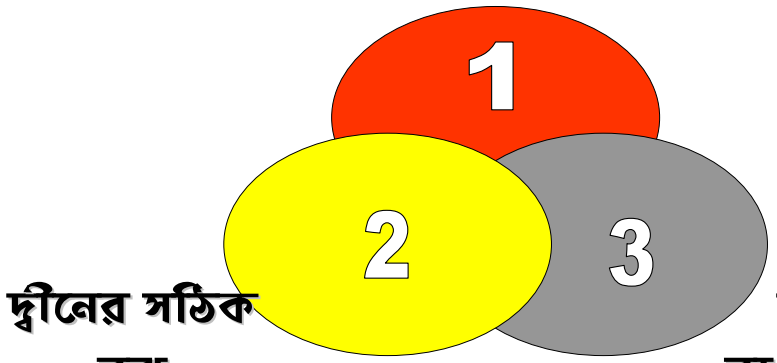

উপরের এই তিনটি বিষয় একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই জীবনে এবং পরকালে সফল হওয়ার জন্য এই তিনটি বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। আপনি যদি সত্যিকারভাবে এই তিনটি বিষয় বুঝে থাকেন তাহলে বুঝবেন এটিই হচ্ছে আপনার জীবনে মহান আল্লাহ পাকের তরফ হতে সবচেয়ে বড় নেয়ামত।

PEACE VISION OF ISLAM

Islam and Peace: Islam comes from the root word Salaam, which means peace. It also means submitting one's will to Allah (swt). The word Salaam is also an attribute of God. In this context, it means 'The Giver of Peace'. Muslims greet each other with Assalaamu alaikum which translates to wishing peace for one another. Even when wronged, the Glorious Qur'an advises Muslims to struggle against the temptation for hostility: And not alike are the good and the evil. Repel (evil) with what is best, when lo! he between whom and you was enmity would be as if he were a warm friend... [Al-Qur'an 41:34] The Qur'an refers to Paradise as the "abode of peace". Thus peace is a goal that Muslims are required to strive for, in their own selves, in their families and in their communities. It is ironical therefore, that Islam is perceived by many as being the motivation behind the wanton killing of innocent people.

Definition of the word 'Fundamentalist': A fundamentalist is a person who follows and adheres to the fundamentals of the doctrine or theory he is following. For a person to be a good doctor, he should know, follow, and practise the fundamentals of medicine. In other words, he should be a fundamentalist in the field of medicine. For a person to be a good mathematician, he should know, follow and practise the fundamentals of mathematics. He should be a fundamentalist in the field of mathematics. For a person to be a good scientist, he should know, follow and practise the fundamentals of science. He should be a fundamentalist in the field of science.

See Page 7.....

Ayah From The Qur'an

📖 **Surely your Lord does provide sustenance in abundance for whom He pleases, and He provides in a just measure. For He does know and regard all His servants** ***[Al-Isra : 30]***

📖 তোমার মালিক যাকে চান তার রেযেক বাড়িয়ে দেন, আবার যাকে চান তাকে কম করে দেন, অবশ্যই তিনি তাঁর বান্দাদের ভালোভাবেই জানেন এবং তিনি তাদের দেখেন। *[সূরা ইসরা ঃ ৩০]*

ভেতরের পাতায়

সকল সমস্যার মূল হচ্ছে আংশিক বা ভুল ঈমান	২	*হাশরের ময়দানে আপনার কী অবস্থা হবে ? .....*	৫
মাতা-পিতার ইন্তেকালের পর করণীয়	৩	*আপনার সন্তানের ট্রেনিং প্রোগ্রাম .....*	৬
আপনি কি জানেন বান্দার হক আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করবেন না?	৪	*ক্যানাডায় টিন-এইজারদের বর্তমান অবস্থা .....*	৬
মাতা-পিতার মৃত্যুতে বিদআতী কাজ	৫	*সবাই চায় সন্তানেরা ভাল হোক .....*	৬

সকল সমস্যার মূল হচ্ছে আংশিক বা ভুল ঈমান

ঈমানের স্বচ্ছ ধারণাঃ মানব জীবনের যে গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়েই আলোচনা পর্যালোচনা বা গবেষণা শুরু করা হোক তা প্রভাবিত হবে ঈমানী জ্ঞান, এর সঠিক বুঝ (knowledge & understanding) ও এ জ্ঞানের গভীরতার উপর। যে কোন সমস্যা সমাধানে কিছু মৌলিক নীতিমালা মেনে চলতে হয়। মানব সমস্যা বিশ্লেষণে ঈমানকে সামনে রেখেই যাবতীয় সূত্র, বিধিমালা ও সমাধান হওয়ার নীতিমালা মেনে চলা কল্যাণকর। এর বাইরে যে সমাধানেরই চেষ্টা করা হোক তা হবে আংশিক, অপূর্ণাঙ্গ ও ক্ষণস্থায়ী। কারণ এতে সবচাইতে বড় ফ্যাক্টর ঈমানকে অগ্রাহ্য করে নিজের অজান্তে মানুষের ক্ষতি ডেকে আনা হয়। ফলে মানুষ কোন বিষয়ে আজ এক কথা বলে তো কাল আরেক সূত্র আবিষ্কার করে। আর ঈমান মানে আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস, মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি যে মৌলিক বিধিবিধান পাঠিয়েছেন তার উপরও সমভাবে বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ দাবী।

আপনি মানবজীবনের মৌলিক বিষয়ে (যেমনঃ এর শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনৈতিক নীতিমালা, শ্রমনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রগঠন, অপরের কল্যাণকামনা, পরিবার গঠন ইত্যাদি) যদি কোন আধুনিক ও যুগোপযোগী সমাধান বের করতে চান তাহলে সেগুলির ব্যাপারে আল্লাহর কোন নির্দেশনা আছে কিনা তা অতি অবশ্যই দেখে নিতে হবে, কারণ তা নাহলে আপনার ঈমান কেবল প্রশ্নবোধক নয় বরং আল্লাহর নির্ভুল নির্দেশ অমান্য করে যে সমাধান পেশ করা হয় তা পুরো মানবজাতির উপর জুলুমের শামিল।

আংশিক বা ভুল ঈমানঃ বিশ্বাসীদের সকল ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ব্যর্থতার জন্য দায়ী আংশিক বা ভুল ঈমান। ঈমানের প্রকৃত সংজ্ঞা, ঈমানের দাবী, এর বুনিয়াদ, ঈমানের শাখা প্রশাখা, ঈমান বৃদ্ধির উপায়, ঈমানকে সতেজ রাখার উপকরণ ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানের অভাব একজন বিশ্বাসীর ইহকাল ও পরকালকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ বিষয়ে ভুল জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সমাজকে সংক্রমিত করে, রাষ্ট্রীয় চরিত্রের উপরও এর ক্ষতিকর ছাপ পরে। ঈমানের বুঝ ও গভীরতার উপর নির্ভর করে মানুষের আচার-আচরণ ও সারাদিনের কর্মতৎপরতা। ফলে একজন ঈমানদার কবির লেখনী অন্য যে কোন কবির লেখনী হতে সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন হবে। সঠিক ঈমানের মন্ত্রী আর অপর মন্ত্রীদের কর্ম খুব সহজেই ভিন্ন হবে। একজন ঈমানদার মানবতাবাদী আর অপর মানবতাবাদীর চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা হবে।

বিশ্বাসীদের করণীয়ঃ সুতরাং একজন ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার পর তার সর্বপ্রথম দায়িত্ব ঈমানের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়া। বিশ্বাসীদের উপর আল্লাহর হক (অধিকার) কি কি তা জেনে নেওয়া। জীবনের গতির সঠিক লক্ষ্য ঈমানের আলোকে ঠিক করে নেয়া, সফলতা ও ব্যর্থতার মাপকাঠি আল্লাহর দেয়া সংজ্ঞার আলোকে নির্ধারণ করা, ঈমানের সাথে সংগতি রেখে আনন্দ ও বেদনার সীমা জেনে নেয়া, ঈমানের মেজাজে বন্ধু ও শত্রুর বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা, প্রতিবেশীর অধিকার ও তাদের প্রতি আচরণ ইত্যাদি জেনে তদনুযায়ী কাজ করা, অন্যের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন হওয়া, ঈমানকে সবসময় সঙ্গে রাখা। বান্দার উপর আল্লাহর হকের ব্যাপারে, মাতা-পিতার অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে, ওয়াদা করার সময়, আমানত রক্ষার ক্ষেত্রে, ওজন করার সময়, ঋণ নেওয়া ও পরিশোধের সময় - অর্থাৎ সকল সময় ঈমানকে সতেজ ও স্মরণে রেখে কাজ করা জরুরী। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি ঈমান সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে ওজনে কম দেয়া সম্ভব। ঈমানের মৌলিক জ্ঞান না থাকার কারণে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে রোজা পালনকারীর পক্ষেও আমানতের খেয়ানত করা সম্ভব। হাজী হয়েও ওয়াদা খেলাফ করা মামুলী ব্যাপার, সব আনুষ্ঠানিক ইবাদত সম্পাদন করেও মিথ্যা বলা সম্ভব। পিতামাতার সন্তুষ্টির প্রতি চরম অবহেলা, স্ত্রীর হক আদায়ে উদাসীনতা, গরীব আত্মীয়-স্বজনকে শুধু নামের জন্য দান সাদাকা করা, মিসকিনের প্রতি অবজ্ঞা দেখানো এ ধরণের ব্যক্তির পক্ষে বিচিত্র কিছু নয়।

ঈমানের উপর টিকে থাকাঃ ঈমান এমন কোন বিষয় নয় যা একবার অর্জন করলে এটা আর আপনাকে ছেড়ে যাবে না। এ ঈমান না চাইলে তা সাধারণত কাউকে দেয়া হয় না এবং ধরে রাখতে না চাইলেও তা থাকে না। ঈমানকে সবসময় তাকওয়ার মাধ্যমে renew করতে হয়। আপনার এটা মনে করার কোন কারণ নাই যে একবার ঈমান যখন এনেছেন এটা আপনার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আপনার সাথে সাথে থাকবে ! ঈমানের উঠা-নামা নির্ভর করে আপনার প্রতিদিনের কর্মের উপর। তাই মহান আল্লাহর নিকট সবসময় দোয়া করতে হয় "হে আল্লাহ, তুমি আমাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দিও।"

দ্বীনের স্বচ্ছ ধারণাঃ *দ্বীন* শব্দটির প্রচলিত কিন্তু অপূর্ণাঙ্গ অর্থ হচ্ছে ধর্ম। এতে দ্বীনের পুরাপুরি অর্থ হয় না। এর প্রকৃত অর্থ ব্যাপক। তবে সংক্ষেপে ও এক কথায় দ্বীন শব্দের অর্থ ঃ জীবন বিধান। আল-কোরআনে দ্বীন শব্দটি কয়েক ধরণের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এর মধ্যে জীবনের সকল মৌলিক বিষয়ের নির্দেশনা পাওয়া যায়। মুসলিম জনগোষ্ঠির বেশীর ভাগই আজ দ্বীন সম্বন্ধে কিছু না জেনেও জানার ভান করে নির্দ্বিধায় দ্বীন বিরোধী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বরং কেউ বাধা দিলে চরম অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে তর্ক শুরু করে দেয়। কেবল নামায-রোযা পালনকে দ্বীন মনে করছে। ব্যাপক জনগোষ্ঠি দ্বীনের অপেক্ষাকৃত কম ও অস্পষ্ট বিষয়কে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট বিষয়াদির উপর স্থান দিয়ে বিকৃতির প্রতিযোগিতায় বিভোর। সুতরাং কোন ব্যক্তিকে দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি জানা ও বুঝার জন্য নূন্যতম ভূমিকা রাখাও যে কত বড় পূণ্যের কাজ তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

সঠিক দ্বীনের বুঝ বা সমঝঃ সমঝ অর্থ বুঝ, অনুধাবন করা, হৃদয়ঙ্গম করা। হাদীসে রাসূলে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ তায়ালা যাকে কল্যাণ দান করতে ইচ্ছা করেন, তাকে তিনি দ্বীন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও সমঝ (knowledge & understanding) দান করেন (মুসনাদে আহমদ)। দ্বীনের সমঝ লাভ আল্লাহর করুণা ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যে কেউ চাইলেই এটা পেতে পারেনা। তবে অব্যাহত প্রচেষ্টা, খালিস ইচ্ছা ও সর্বদা আল্লাহর অনুগত বান্দাগণের দ্বীনের সমঝ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ধরণের ভাগ্যবানদের সাথে কথা বললেই বুঝা যায় যে তারা অন্যদের চাইতে কিছুটা ব্যতিক্রম। তারা দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে গতানুগতিক ব্যাখ্যা দেননা। তারা দ্বীনকে খুব সুন্দর করে মানুষের নিকট উপস্থাপন করতে পারেন। তারা দীর্ঘ দিনের বন্ধ্যাত্ব হতে দ্বীনকে রক্ষা করেন। অজ্ঞ লোকদের থাবা হতে বের করে দ্বীনকে গণমানুষের সামনে সহজ সরল ভাষায় তুলে ধরেন। এ ধরনের ঈমানদারদের মাধ্যমে আল্লাহ দ্বীনের সৌন্দর্য ও শোভা সমাজে, রাষ্ট্রে ও অন্যান্য জনপদে ছড়িয়ে দেন। দ্বীনের মৌলিক বিষয়ের প্রতি থাকে তাদের প্রধান লক্ষ্য। তারা খুঁটিনাটি বিষয়ে আগে মন দেন না। তারা সবাইকে সংগঠিত করার দিকেও মন দেন। মুসলিমদের ঐক্য তাদের স্বপ্ন, মুসলিম ভাতৃত্ব অর্জন আকাঙ্ক্ষা, মুসলিমদের শিক্ষা তাদের কর্মসূচী। দ্বীনের সমঝ যিনি লাভ করেন তার মনের দুয়ার কখনো বন্ধ থাকেনা। জ্ঞানের পিপাসা ও জানার আগ্রহ তার অদম্য।

Ref: sarwarkabir@hotmail.com, Singapore

মাতা-পিতার ইন্তেকালের পর করণীয়

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেইসব সন্তানদেরকে হতভাগ্য বলেছেন যারা তাদের মাতা বা পিতাকে অথবা উভয়কে জীবিত অবস্থায় পেয়েও তাদের সেবা যত্নের মাধ্যমে সৌভাগ্যবান হতে পারেনি। অর্থাৎ পিতামাতা সন্তানদের জন্য এক উন্মুক্ত লটারী যার প্রথম পুরস্কারের টিকিট নাম্বারটি সবার জানা। পিতামাতার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে বেহেশত নিশ্চিত করা যায়। এ ফায়দা অর্জন করা যায় যখন তাঁরা জীবিত থাকেন। তাদের মৃত্যুর পর কিছু করণীয় থাকে যা সন্তানদের ভুল ত্রুটির মাশুল বলে গণ্য হতে পারে।

ক) তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ঃ কুরআন ও হাদীসে বহুবার মানুষের (জীবিত ও মৃত) কল্যাণের সহজ ও কঠিন উপায় বলে দেওয়া হয়েছে। কঠিন উপায়গুলোর মধ্যে আছে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়। অর্থাৎ আপদে বিপদে, সঙ্কটে, আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া, ঈমান বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য রাত জেগে আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করে রুকু-সেজদা করলে আল্লাহ বান্দার আরজু পূরণ করেন। সুতরাং মৃত আম্মা-আব্বার জন্য সন্তানগণ এ কষ্টের কাজটি করে অধিক ফায়দা অর্জন করতে পারেন।

খ) দাওয়াতী কাজঃ দাওয়াতী কাজ করা (আল্লাহর নির্দেশঃ *'ডাক তোমার প্রভুর দিকে'* সূরা নহল ঃ ১২৫) অর্থাৎ মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করা। এটি মানুষের ভাল হওয়ার আরেকটি কার্যকরী মাধ্যম। মুসলিম নামক স্বতন্ত্র জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো মানুষের কল্যাণ সাধন করা। মানুষের নিকট প্রকৃত মাবুদের পরিচয় তুলে ধরা। দ্বীন শিখানো। আর এগুলি করা সম্ভব দাওয়াতী কাজ করার মাধ্যমে। এর ফায়দা সর্বোত্তম। অর্থাৎ আপনি দাওয়াতী কাজ করার সময় এ নিয়ত করতে পারেন যে এর সকল সওয়াব আপনার আম্মা-আব্বার জন্য জমা হবে। কাজ যত কষ্টের হবে এর পুরষ্কারও তত বেশী হবে। এভাবে আরো কিছু কঠিন আমলের বর্ণনাও কুরআন ও হাদীস হতে জানা যায়। বর্তমান যুগে অধিকাংশ ঈমানদারের যে করুণ অবস্থা তাতে উপরের একটিও গ্রহণযোগ্য বা পালনযোগ্য বলে মনে করা অবাস্তব। কেউ কেউ তো বিষয়টিকে মুখে না বললেও মনে মনে হাস্যকর বলে উড়িয়ে দেবেন।

গ) দান-সাদাকা করাঃ কিন্তু কঠিন আমল ছাড়াও কিছু সহজ আমলের কল্যাণ ও ফায়দা আল-কুরআন ও হাদীস হতেই পাওয়া যায়। এর মধ্যে নিঃসন্দেহ ও নিশ্চিত আমল হলো দান সাদাকা করা। সাদাকা বা দান সবচাইতে শক্তিশালী। "পানি আগুনের চাইতে শক্তিশালী, বাতাস পানির চাইতে শক্তিশালী, আর বাতাসের চাইতে শক্তিশালী হলো আদম সন্তানের দান" (হাদীসে কুদসী ১৮৮, পৃঃ ১৫২ ইসলামিক ফাউন্ডেশন)। অন্য আরেকটি হাদীসে আরো বলা হয়েছে দানে আল্লাহর রাগ কমে যায়। তাই মৃতের নামে আমাদের নিয়মিত দান-সাদাকা করা উচিত। সম্ভব হলে প্রতিদিন সাদাকা করা। আপনার গরীব আত্মীয়দের একটা লিষ্ট তৈরী করুন। একটা পরিকল্পনা করুন, কিভাবে একটি গরীব অসহায় পরিবারকে স্বাবলম্বী করা যায়। যদি তৌফিকে কুলায় তাহলে বাজেট করুন এবং সে অনুযায়ী তাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করুন। নিয়ত করুন এ কাজ আপনি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য করছেন বিনিময়ে আল্লাহ যেন আপনার মৃত আব্বা-আম্মার গুনাহ মাফ করে দেন, জান্নাত নসীব করেন। মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ তার সৃষ্টিকে সবচাইতে বেশী ভালবাসেন। সে কারণেই এত নাফরমানী করার পরও তিনি বান্দাদের উপর যখন-তখন বিপদ চাপিয়ে দেন না। সুতরাং আল্লাহর কোন সৃষ্টির দৈন্য দূর করলে নিঃসন্দেহে তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন ও আপনার মনোবাসনা পূরণ করবেন। এর প্রভাব ও ফলাফল ডাইরেক্ট। অসহায় সম্বলহীনদের সবসময় সামর্থ অনুযায়ী সাহায্য করুন। কাউকে সাহায্য করার সময় করুণার ভাব দেখালে সে সাহায্য আপনার কোন কাজে আসবে না। বরং মনে করবেন যে সাহায্য গ্রহণ করে ব্যক্তি আপনার উপকার করল।

ঘ) আব্বা-আম্মার সদিচ্ছা পূরণঃ যদি মৃত পিতামাতার কোন সদিচ্ছা আপনার জানা থাকে, তা পূরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। তাদের নামে সদাকায়ে জারিয়ার ব্যবস্থা করুন। মক্তব, ইয়াতীমখানা, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ইত্যাদির উন্নয়নের কোন শখ যদি আব্বা-আম্মার থেকে থাকে তাহলে তার সম্মান করুন। তাদের নামে নফল রোজা রাখা যেতে পারে। আপনি জেনে খুশী হবেন যে এসব তৎপরতায় আল্লাহ খুশী হয়ে আপনার জন্মদাতাদের মর্যাদা অনেক উপরে তুলবেন। ফলে তাঁরা অবাক হয়ে আল্লাহকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন। আল্লাহ তখন বলবেন তোমার নেক সন্তানের কর্মকাণ্ডের কারণে আমি তোমাকে বিশেষ মর্যাদা দিচ্ছি। সুবাহানআল্লাহ !

ঙ) নিকটজনকে দ্বীনের জ্ঞান দান করাঃ মুসলিম জনগোষ্ঠি আজ দ্বীন সম্বন্ধে কিছু না জেনেও জানার ভান করে নির্দ্বিধায় দ্বীন-বিরোধী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বরং কেউ বাধা দিলে চরম অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে তর্ক শুরু করে দেয়। কেবল নামাজ-রোজা পালনকে দ্বীন মনে করছে। ব্যাপক জনগোষ্ঠি দ্বীনের অপেক্ষাকৃত কম ও অস্পষ্ট বিষয়কে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট বিষয়াদির উপর স্থান দিয়ে বিকৃতির প্রতিযোগিতায় বিভোর। সুতরাং কোন ব্যক্তিকে দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি জানা ও বুঝার জন্য ন্যূনতম ভূমিকা রাখার পরিণতি যে কত বড় পূণ্যের কাজ তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। আল-কুরআনের তাফসীর, হাদিসের অনুবাদ, বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামী সাহিত্যের প্রতি নিকটাত্মীয়দের আগ্রহী করুন। আব্বা আম্মার মুক্তির নিয়তে এসব কাজ অধিক হারে করতে থাকুন। কারণ এসব কাজের রিটার্ন অনেক বেশী।

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ "মৃত্যুর পর (১) মাতা-পিতার জন্য দোয়া এবং ইসতিগফার করবে (২) তাদের কৃত ওয়াদাসমূহ এবং বৈধ ওসিয়ত পূরণ করবে (৩) পিতার বন্ধু-বান্ধব এবং মাতার বান্ধবীদের ইজ্জত ও খাতিরদারী করবে (৪) যারা মাতা-পিতার দিক থেকে তোমাদের আত্মীয় হন তাঁদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে ও সুন্দর আচরণ করবে ।" (আবু দাউদ)

Ref: sarwarkabir@hotmail.com

আপনি কি জানেন মানুষের হক আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করবেন না ?

"তোমরা তোমাদের মুখ পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে ফিরাও এতে কোন পুণ্য নেই বরং পুণ্য হচ্ছে তার যে ব্যক্তি আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁরই মুহাব্বতে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, নিঃস্ব, পথিক ও ভিক্ষুকদেরকে এবং দাস মুক্তির জন্য ধনসম্পদ দান করে, আর নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং যখন অঙ্গীকার করে সেই অঙ্গীকার তারা পূরণ করে এবং যারা অভাবে ও দুঃখে-কষ্টে, দারিদ্র্যে, সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য্যধারণ করে। তারাই সত্যপরায়ণ এবং তারাই খোদাভীরু।" (সূরা বাকারা ঃ ১৭৭)

পরকালের জীবনকে যারা সত্যই বিশ্বাস করবেন তাদেরকে অবশ্যই বান্দার হকগুলি আদায় করতে হবে। কারণ আল্লাহর হক বহুক্ষেত্রে আল্লাহ মাফ করবেন কিন্তু বান্দার হক বান্দা মাফ না করলে আল্লাহ মাফ করবেন না। হাঁ তবে যদি কোন বান্দার নিকট কোন ব্যাপারে দায়ী থাকেন আর যদি হাজারও চেষ্টা করে দায়মুক্ত হতে না পারেন তবে তার নিকট ক্ষমা চেয়ে নেবেন। আর যদি এমন হয় যে হাজার চেষ্টা করেও কোন প্রকারেই সম্ভব হল না দায় পরিশোধ করার অথবা ক্ষমা চাওয়ার, এ অবস্থায় আল্লাহ দেখবেন তার দায়মুক্ত হওয়ার জন্যে মনের পেরেশানি কি পরিমাণ ছিল। এটা দেখে মেহেরবান আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজের পক্ষ হতে দায় মুক্ত করে দিতে পারেন। তবে এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যদি এরূপ করেন তবে তিনি যার নিকট দায়ী ছিলেন আল্লাহ তাকে বলবেন ঃ তুমি একে মাফ করে দাও তার পরিবর্তে আমি তোমার গোনাহ মাফ করে দিচ্ছি। একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে যে এ ব্যাপারে আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে পুরোপুরি তবে আল্লাহর বিধানকে ফাঁকি দিয়ে নয়।

পরকালে আল্লাহ মাফ করবেন এই নিয়তে যারা পরের হক নষ্ট করবেন তারা খুবই ভুল করবেন। নিজেকে নিজেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবেন। মনে রাখতে হবে সেখানে সব কিছুই মানুষের সাধ্যের বাইরে হবে এবং যিনি মনের খবর রাখেন তিনি অবস্থা মুতাবেক বিবেচনা করবেন। কিন্তু মনের মধ্যে ফাঁকিবাজি থাকলে আল্লাহর দয়া পাওয়া যাবে এমন কোন ওয়াদা আল্লাহর নেই। তাই আর কোন অপরাধে নয় শুধুমাত্র অন্যের হক নষ্ট করার কারণেই বহু লোককে জাহান্নামে যেতে হবে। মানুষের প্রতি মানুষের হককে প্রথমতঃ আটটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই আটটি শ্রেণীবিভাগে কার কতটুকু দায়িত্ব ও কর্তব্য তা আমাদের কাছে পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন।

১) নিকট আত্মীয়ের হক **২) দূর আত্মীয়ের হক** **৩) প্রতিবেশীর হক** **৪) দেশবাসীর হক**
৫) সরকারের হক **৬) সাধারণ মুসলিমের হক** **৭) অভাবী লোকের হক** **৮) অমুসলিমদের হক**

নিকট আত্মীয়ের হক ১

ক) স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের হক
খ) পিতামাতার প্রতি হক
গ) সন্তান-সন্ততির প্রতি হক
ঘ) ভাই-বোনদের প্রতি হক
ঙ) দাদা-দাদী, নানা-নানী, ফুপু-চাচা, খালা-মামাদের হক

দূর আত্মীয়ের হক ২

ক) মামাত ভাই, চাচাত ভাই, খালাত ভাই, ফুপাত ভাই ইত্যাদির হক
ক) মামাত বোন, চাচাত বোন, খালাত বোন, ফুপাত বোন ইত্যাদির হক
গ) আপন আত্মীয়ের আত্মীয়র হক

প্রতিবেশীর হক ৩

ক) নিকট প্রতিবেশী, যারা একে -বারেই ঘরের পাশে বাস করে
খ) আত্মীয় প্রতিবেশী
গ) অনাত্মীয় প্রতিবেশী
ঘ) দূর প্রতিবেশী - যারা একই এলাকার তবে বাড়ির পাশে নয়
ঙ) মুসলিম প্রতিবেশী
চ) অমুসলিম প্রতিবেশী

দেশবাসীর হক ৪

ক) একই উপজেলাবাসী
খ) একই জেলাবাসী
গ) একই দেশবাসী

সরকার/জনগণ ও মালিকের হক ৫

ক) সঠিক রাষ্ট্র পরিচালনা করা
খ) সরকারকে সহযোগিতা করা
গ) ইনকাম ট্যাক্স প্রদান করা
ঘ) দেশের সম্পদ সংরক্ষণ করা
ঙ) দেশের ইনফরমেশন সংরক্ষণ করা
চ) ঠিক মতো মালিকের নিয়ম অনুযায়ী কাজ করা, কাজে ফাঁকি না দেয়া

সাধারণ মুসলিমদের হক ৬

ক) একে অপরের সাথে দেখা হলে সালাম বিনিময় করা
খ) কেউ দাওয়াত করলে উপযুক্ত কারণ না থাকলে অবশ্যই তার দাওয়াতে যাওয়া
গ) কেউ হাঁচি দিলে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা এবং যে শুনবে তাকে 'ইয়ার হামুকুমুল্লাহ ওয়া ইয়াগ্‌ফিরুলি ওয়া লাকুম' বলতে হবে
ঘ) কেউ উপদেশ চাইলে তাকে সদুপোদেশ দেয়া
ঙ) কেউ রোগাক্রান্ত হলে তাকে দেখতে যাওয়া
চ) কেউ মারা গেলে তার জানাযায় এবং দাফন কাফনে অংশগ্রহণ করা

অভাবী লোকের হক ৭

ক) এতিম বা পিতাহীন ছেলে-মেয়ে
খ) মিসকীন, উপার্জনে অক্ষম, অন্ধ, খোঁড়া, বা বিধবা ইত্যাদি
গ) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি (মুসলিম)
ঘ) চাকর-চাকরানী
ঙ) পথিক
চ) বন্দী মুসলিম
ছ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মুসলিম
জ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অমুসলিম
ঝ) সাহায্য প্রার্থী (অর্থ, জনশক্তি ইত্যাদি যে কোন প্রকার সাহায্য হতে পারে)

অমুসলিমদের হক ৮

ক) আশ্রয় প্রার্থীদের হক
খ) চুক্তিবদ্ধদের হক
গ) জিম্মিদের হক

আরো বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন ঃ বান্দার হক - খন্দকার আবুল খায়ের (র)

একটি ঘটনা এবং ঘটনা হতে শিক্ষা

গত বছরের জুন মাসে যোগদান করেছিলাম Islamic Circle of North America-র Annual Conferrence 2008-এ, যা চারদিন ব্যাপি অনুষ্ঠিত হয়েছিল আমেরিকার কানেক্টিকাতে। আলহামদুলিল্লাহ সারা নর্থ আমেরিকা থেকে প্রায় ২০ হাজার মুসলিম নর-নারী যোগদান করেছিলেন। মূল ইংরেজী প্রোগ্রামের পাশা-পাশি বিভিন্ন ভাষা-ভাষীদের জন্যও আলাদা আলাদা প্রোগামের আয়োজন ছিল। আর তাই সেখানে বাংলাদেশীদের জন্যও একটা আলাদা বাংলায় প্রোগ্রাম হয়েছিল যার বিষয় ছিল "আমাদের বর্তমান অবস্থা" অর্থাৎ নর্থ আমেরিকায় বাংলাদেশী প্রবাসীদের বর্তমান অবস্থা। এই প্রোগ্রামের একজন বিশিষ্ট বক্তা ছিলেন নিউইয়র্কের ইমাম কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট জনাব আশরাফ উজ্জামান খান। উনি নিউইয়র্কের একটি সত্য ঘটনা উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরেছিলেন তাঁর বক্তব্যে, শিক্ষামূলক হিসাবে নিম্নে তা দেয়া হলো।

নিউইয়র্কে বসবাসরত একটি বাংলাদেশী পরিবার, তাদের একটি মাত্র ছেলে, প্রাইমারী স্কুলে পড়ে। বাবা-মা দুজনেই অর্থ উপার্জন নিয়ে এতোই ব্যস্ত যে সন্তানকে একদম সময় দিতে পারেন না। মা মাঝে মধ্যে কিছুটা সময় দিতে পারলেও বাবা একদমই পারেন না। বাবা যখন বাসায় ফিরেন তখন সন্তান থাকে ঘুমে, আবার বাবা যখন মাঝে মধ্যে বাসায় থাকেন তখন সন্তান থাকে স্কুলে। যদিও কোন দিন দেখা হয় তাও অল্প কিছুক্ষণের জন্যে। এই ছেলে জন্মের পর থেকেই বড় হচ্ছে বেবী সিটারের কাছে। একদিন ছেলেটা তার বাবাকে জিজ্ঞেস করছে-

ছেলে ঃ ড্যাড, আমি কি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?
বাবা ঃ অবশ্যই।
ছেলে ঃ তুমি ঘন্টায় কত ডলার আয় কর?
বাবা ঃ ২০ ডলার।

ঐদিন ছেলেটা বাবার সাথে এই পর্যন্তই কথা বলে চলে গেল এবং কয়েক মাস পরে আবার বাবাকে জিজ্ঞেস করছে-

ছেলে ঃ ড্যাড, তুমি কি আমাকে ৫টা ডলার দিবে?
বাবা ঃ ছেলেকে ৫ ডলার বের করে দিল।

এবার ছেলেটা তার নিজের পকেট থেকে আরো ১৫ ডলার বের করে তার সাথে ঐ ৫ ডলার একত্র করে মোট ২০ ডলার বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলছে-

ছেলে ঃ ড্যাড, গত কয়েক মাস ধরে আমি আমার স্কুলের টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে ১৫ ডলার সেভ্ করেছি। তুমি এই ২০ ডলার নাও তোমার এক ঘন্টার কাজের মুজুরী হিসাবে এবং আমাকে তার বিনিময়ে একটা ঘন্টা সঙ্গ দাও।
বাবা ঃ এবার বাবা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন।

তাই শুধু টাকার পিছনে দৌড়াবেন না, সন্তানদেরকে যথেষ্ট সময় দিন, তানাহলে শেষ জীবনে অনেক ভুগান্তির শিকার হবেন। আপনি যে পেশায়ই নিয়োজিত থাকেননা কেন, কাজ কিছু কমিয়ে প্রতি সপ্তাহে সময় বের করে নিন এবং সুষ্ঠ পরিবার গঠনে তা ব্যয় করুন।

---- সম্পাদক

মাতা-পিতার মৃত্যুতে বিদআতী কাজ

মৃত্যু পরবর্তী করণীয় হিসেবে আমাদের সমাজে দীর্ঘদিন ধরে কিছু রসম- রেওয়াজ চালু আছে যা কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় স্পষ্ট বিদআত অর্থাৎ রাসুল (সাঃ) এবং তার সাহাবারা যা করেন নাই তা আমরা সোয়াবের কাজ মনে করে নিয়মিত গুণাহর কাজ করে যাচ্ছি।

এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে মিলাদ-মাহফিল এবং একটা বড় ধরনের খাওয়ার অনুষ্ঠান করা। এছাড়াও ওরশ অনুষ্ঠান, যিয়াফত, কুলখানি, চল্লিশা, মৃত্যুবার্ষিকী, মাইকে এক নাগাড়ে কুরআন খতম (সাবিনা খতম), মৃত্যু দিবসে কুরআনখানী বা হুজুর ভাড়া করে এনে খতম পড়ানো, একাধিক লোক একসঙ্গে বসে শব্দ করে কুরআন খতম, খতমে ইউনুস, মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য চাওয়া এবং মৃত ব্যাক্তিকে কুরআন তেলাওয়াত শোনানো ইত্যাদি ইত্যাদি বিদআতী কাজ। এগুলো আমাদের সমাজে সবচাইতে বেশী লক্ষণীয়। এই ধরণের অনুষ্ঠানের স্বপক্ষে কুরআন ও হাদীসের কোন দলীল নেই।

দুনিয়ার অনুরাগ মন থেকে দূর করার উপায়

১) প্রত্যহ একটি নির্ধারিত সময়ে মৃত্যুকে স্মরণ করা।
২) অতঃপর কবরের অবস্থা স্মরণ করা।
৩) অতঃপর হাশরের অবস্থা স্মরণ করা।
৪) এবং সেই দিনের ভয়াবহ অবস্থা ও মুসিবতের বিষয় চিন্তা করা।
৫) আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াতে হবে স্মরণ করা।
৬) সব কাজকর্মের হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে সে কথা স্মরণ করা।
৭) সমস্ত বিষয়ের হক একটি একটি করে আল্লাহর কাছে আদায় করতে হবে সে কথা চিন্তা করা।
৮) অতঃপর কঠিন আজাবের সম্মুখীন হতে হবে সে কথা চিন্তা করা।

---- *মাওয়ায়েযে আশরাফিয়া, ১ম খন্ড*

হাশরের ময়দানে আপনার কী অবস্থা ?

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, হাশরের ময়দানে ৫টি প্রশ্নের উত্তর দেয়া না পর্য্যন্ত কোন আদম সন্তানই এক কদমও নড়তে পারবে না।

১) তার জীবনকাল কোন কাজে অতিবাহিত করেছে?
২) যৌবনের শক্তি-সামর্থ্য কোন কাজে লাগিয়েছে?
৩) কোন উপায়ে টাকা-পয়সা উপার্জন করেছে?
৪) এবং কোন পথে সেই টাকা-পয়সা খরচ করেছে?
৫) অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে?

---- *আত-তিরমিজি*

সামার আসছে...
চোখকে সংযত রাখুন
চোখের জিনা থেকে বাঁচুন

টিন-এইজারদের বর্তমান অবস্থা

ইদানিং আমরা নিউজে প্রায়ই দেখছি ক্যানাডার কোথাও না কোথাও টিন-এইজার খুন হওয়ার ঘটনা। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে হাইস্কুলগুলোতে, স্কুলের ভেতরে অথবা স্কুলের সামনে গুলি করে হত্যা কাণ্ড ঘটানো হয়েছে। এছাড়াও লাশ পাওয়া যাচ্ছে আশে-পাশের জংগল বা ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে। এ ধরণের ঘটনার মূলে রয়েছে বন্ধুদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি। এ দেশের নন-মুসলিম মায়েরাও তার টিনএইজ মেয়েদেরকে নিয়ে খুব চিন্তিত, কোন মা-ই চান না যে তার মেয়েটা এই বয়সেই প্র্যাগনেন্ট হয়ে যাক। তাই সেফ্‌টি স্বরূপ তারা তাদের মেয়েদের জন্য কন্ডোম কিনে তার স্কুল ব্যাগের ভেতর দিয়ে রাখেন কারণ, প্রয়োজনের সময় সে এই কন্ট্রাসেপটিভ যেন হাতের কাছে পায়। তাই বলে আমি বলছি না যে মুসলিম মায়েরাও তা কিনে আপনার মেয়ের ব্যাগে রেখে দিন। বরং আপনার মেয়েকে কুরআন হাদীসের আলোকে এমনভাবে তৈরী করুন যাতে আপনাকে তা কিনে দিতে না হয় বা আপনার মেয়ের তা বিয়ের আগে কখনোই প্রয়োজন না পড়ে।

আবার অনেক অমুসলিম মায়েরা-ই চান তার স্কুল পড়ুয়া মেয়েটার যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব একজন বয়ফ্রেন্ড যেন হয়ে যায়। কারণ তার যদি একটা নির্দিষ্ট বয়ফ্রেন্ড না থাকে তাহলে সে তার যৌন আকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্য একেক দিন একেক ছেলের সাথে বেড়ে যাবে, তারচেয়ে ভাল একজন থাকা।

বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড কালচার

আমরা জানি এখানকার জেনারেল স্কুলগুলোতে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার এমন কোন ব্যবস্থা নেই যে সেখানে ইসলামিক কালচার শিখানো হয়। তারা এটা শিখে না যে একটা অ্যাডাল্ট ছেলে এবং একটা অ্যাডাল্ট মেয়ের মধ্যে একটি নির্দৃষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হয়। বরং এখানকার কালচার হচ্ছে যে হাইস্কুল থেকেই বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড সম্পর্ক তৈরী করা। এবং যাদের বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ড নেই তাদেরকে অন্যেরা একটু অন্যরকম চোখেই দেখে থাকে। এছাড়া তারা নিজেরাও অনেক সময় এই কারণে হীনমন্যতায় ভুগে। তারপরও আরো কথা থেকে যায়, এই বয়সের মনও চায় সেটা, তার উপর আবার অবারিত পরিবেশ। সবার বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড আছে কিন্তু আপনার ছেলের বা মেয়ের নেই তা তাদের মনেও যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। আমাদের অনেক মুসলিম ছেলে-মেয়েরাই এই প্রভাবে পড়ে বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড সম্পর্ক তৈরী করে কিন্তু বাবা-মা যেহেতু পছন্দ করেন না সেহেতু তা তারা সবার নিকট hide রেখে বাইরেই কাজ সেরে বাসায় আসে। এখানে তাদের কোন দোষ দেয়া যাবে কি? কারণ আমরাইতো তাদেরকে এখানে এনে এই পরিবেশে ছেড়ে দিয়েছি।

মনে রাখবেন আপনার সন্তান কো-এডুকেশনে পড়ে এবং ৮-১০ ঘন্টা বাসার বাইরে থাকে। ক্যানাডার আইনে ১৫-১৬ বছর বয়স থেকেই ছেলে-মেয়েরা একে অপরের সাথে সেক্স করতে পারে। সেফ্‌টির জন্য স্কুলের ওয়াশরুমগুলোতেও কন্ডম ভেন্ডিং মেশিন এর ব্যবস্থা আছে। একবার খুব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন আপনি নিজেও যদি এই বয়সে এই ফ্রী সেক্সের দেশে আসতেন আর এই ওপেন পরিবেশ পেতেন তাহলে কি করতেন ? তাই আপনি কি সচেতন হবেন না? আপনার সন্তানদের জন্য কি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন না ?

একটি হাইস্কুলের ঘটনা

২০০৮ সালের জুন মাসের একটি ঘটনা। ক্যানাডার ভ্যানকুভারের একটি হাইস্কুলের টুয়েল্‌ভ গ্রেডের ১২ জন টিনএইজ মেয়ের শখ হলো তারা ন্যাংটো হয়ে ফুটবল খেলবে। এটা ছিল তাদের হাইস্কুল গ্রাজুয়েশনের আনন্দ প্রকাশের একটা অংশ। রীতিমতো তারা ন্যাংটো হয়ে একটা টুর্ণামেন্টও খেলেছিল। এই খেলা উপলক্ষে দর্শক ও মিডিয়া উপস্থিত ছিল সেখানে এবং পরের দিন ছবিসহ ওয়েব সাইটে প্রকাশও হয়েছিল। এ হলো পাশ্চাত্য দেশের মানুষের স্বাধীনতা উপভোগের নমুনা।

আপনার কাছে মনে হতে পারে যে এসব কি লিখছে পত্রিকায়? এখানে স্কুল-কলেজ পড়ুয়া সন্তানদের মা-বাবাদের দৃষ্টি আকর্ষনের উদ্দেশ্যে অতিগুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। দেখুন আপনি যে দেশে থাকেন তার "আইন-কানুন এবং রাইটস" আপনাকে মেনে নিতে হবেই। এবং যা বাস্তব তার মোকাবেলা করতে হবে সুন্দর উপায়ে। তা নাহলে দেখবেন কয়েক জেনারেশন পরে আমাদের আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না, থাকবে না মুসলমানিত্বের কোন নাম গন্ধ।

সবাই চায় সন্তানেরা ভাল হোক

আমেরিকা-ক্যানাডার প্রতিটি বাবা-মাই চান তাদের সন্তানরা ভাল হোক, সঠিক পথে থাকুক, তারা ইসলামিক মাইন্ডেড হোক। কিন্তু তাদের এই চাওয়াটা শুধু "ওয়ান ওয়ে", অর্থাৎ পিতা-মাতারা সবাই চান সন্তান ভাল হোক কিন্তু ওনারা নিজেদের ভাল হওয়ার ব্যাপারে তেমন সচেতন এবং সচেষ্ট নন। নিজেরা যেভাবে ইচ্ছা চলবেন, যেখানে ইচ্ছা যাবেন কিন্তু সন্তানদের বেলায় চান বিনা চেষ্টাতেই তারা সঠিক পথে চলুক যা কখনো সম্ভব নয়। তাই পিতা-মাতাদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি, সন্তানদের যদি ভাল চান তাহলে তাদের পাশাপাশি আপনাদের নিজেদেরকেও ভাল হওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। কারণ আপনারা যদি সঠিক পন্থায় না চলেন, তাহলে শুধু সন্তানদের ভাল চাওয়ায় সন্তষজনক ফল পাবেন না।

আপনার সন্তানের ট্রেনিং প্রোগ্রাম

ক্যানাডা এবং আমেরিকায় প্রতিনিয়তই বিভিন্ন ইসলামিক অর্গানাইজেসন এবং ইনিস্টিটিউট বিভিন্ন বিষয়ের উপর সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং ট্রেনিং এর আয়োজন করছে। আপনি, আপনার স্ত্রী ও সন্তান সকলে মিলে এই সকল প্রোগ্রামে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে পারেন। নিম্নে কিছু অর্গানাইজেসনের নাম দেয়া হলো। ইন্টারনেটে সার্চ করলেই এদের ওয়েবসাইট সহ বিস্তারিত খবর পেয়ে যাবেন।

- Alkauthar Institute [www.alkauthar.org]
- Almaghrib Institute [www.almaghrib.org]
- ICNA (Islamic Circle of North America)
- ISNA (Islamic Society of North America)
- MAC (Muslim Association of Canada)
- IMO (International Muslim Organization)
- RIS (Reviving the Islamic Spirit)
- QSS (Quran Sunnah Society)
- MSA (Muslim Students Association)
- CDA (Canadian Dawah Association)
- Journey of Faith

---- আবু জারা, টরন্টো

After 1st Page

PEACE VISION OF ISLAM

Not all 'fundamentalists' are the same: One cannot paint all fundamentalists with the same brush. One cannot categorize all fundamentalists as either good or bad. Such a categorization of any fundamentalist will depend upon the field or activity in which he is a fundamentalist. A fundamentalist robber or thief causes harm to society and is therefore undesirable. A fundamentalist doctor, on the other hand, benefits society and earns much respect.

Dictionary meaning of the word 'fundamentalist': According to Webster's dictionary 'fundamentalism' was a movement in American Protestanism that arose in the earlier part of the 20th century. It was a reaction to modernism, and stressed the infallibility of the Bible, not only in matters of faith and morals but also as a literal historical record. It stressed on belief in the Bible as the literal word of God. Thus fundamentalism was a word initially used for a group of Christians who believed that the Bible was the verbatim word of God without any errors or mistakes. According to the Oxford dictionary 'fundamentalism' means 'strict maintenance of ancient or fundamental doctrines of any religion, especially Islam'. Today the moment a person uses the word fundamentalist he thinks of a Muslim who is a terrorist.

Definition of Jihad: While Islam in general is misunderstood in the western world, perhaps no other Islamic term evokes such strong reactions as the word Jihad. The word Jihad is mistranslated as "Holy War". The Arabic equivalent of "Holy War" is harb-u-muqadasah. This term is not found in any verse of the Qur'an. There is nothing in the Islamic sources that permit a Muslim to fight against non-Muslims solely on the basis that they are not Muslim.

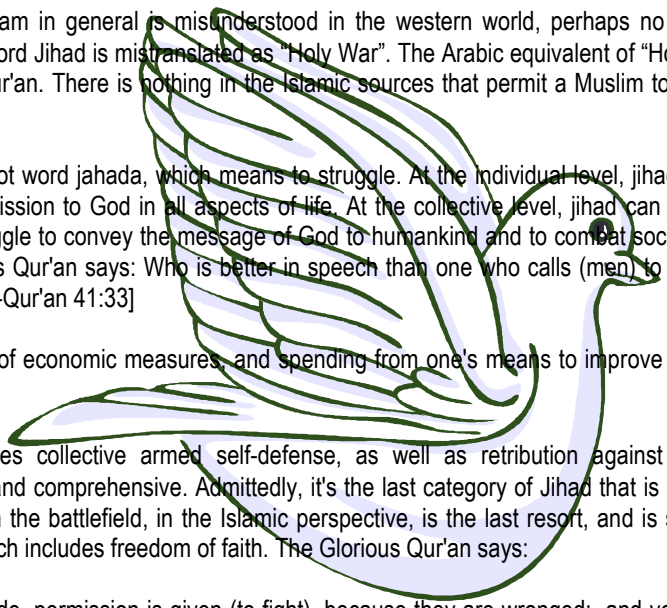

The word Jihad comes from the root word jahada, which means to struggle. At the individual level, jihad primarily refers to the inner struggle of being a person of virtue and submission to God in all aspects of life. At the collective level, jihad can take various forms, such as: Intellectual Jihad, which comprises of the struggle to convey the message of God to humankind and to combat social evils through knowledge, wisdom and dignified discourse. As the Glorious Qur'an says: Who is better in speech than one who calls (men) to Allah, works righteousness, and says, "I am of those who bow in Islam"? [Al-Qur'an 41:33]

Economic Jihad, which comprises of economic measures, and spending from one's means to improve the living conditions of the poor and the downtrodden.

Physical Jihad: Which involves collective armed self-defense, as well as retribution against tyranny, exploitation, and oppression. Thus the concept of Jihad is vast and comprehensive. Admittedly, it's the last category of Jihad that is a cause for concern to many, and which we shall explore in detail. Jihad on the battlefield, in the Islamic perspective, is the last resort, and is subject to stringent conditions. It can be waged only to defend freedom, which includes freedom of faith. The Glorious Qur'an says:

"To those against whom war is made, permission is given (to fight), because they are wronged;- and verily, Allah is most powerful for their aid;- (They are) those who have been expelled from their homes in defiance of right,- (for no cause) except that they say, "our Lord is Allah". Did not Allah check one set of people by means of another, there would surely have been pulled down monasteries, churches, synagogues, and mosques, in which the name of Allah is commemorated in abundant measure…" [Al-Qur'an 22:39-40]

Moreover, the Qur'an says: "And why should ye not fight in the cause of God and of those who, being weak, are ill-treated (and oppressed)? - Men, women and children, whose cry is: "Our Lord! Rescue us from this town, whose people are oppressors; and raise for us from Thee one who will protect; and raise for us from Thee one who will help!" [Al-Qur'an 4:75] Thus the conditions of physical Jihad are clearly defined in the Qur'an.

Rules of Engagement: Although Islam permits Jihad on the battlefield under the conditions mentioned above, the rules of engagement reflect Islam's inherent inclination towards peace:

No aggression towards civilians: Military conflict is to be directed only against fighting troops and not against civilians, as the Glorious Qur'an says: "Fight in the cause of Allah those who fight you, but do not transgress limits; for Allah loveth not transgressors" [Al-Qur'an 2:190]

As far as the non-combatant population is concerned such as women, children, the old and the infirm, etc., the instructions of the Prophet are as follows: "Do not kill any old person, any child or any woman" "Do not kill the monks in monasteries" or "Do not kill the people who are sitting in places of worship."

During a war, the Prophet saw the corpse of a woman lying on the ground and observed: "She was not fighting. How then she came to be killed?" Thus non-combatants are guaranteed security of life even if their state is at war with an Islamic state.

See Page 8.....

After 7th Page .....

PEACE VISION OF ISLAM

Upholding Justice: The ravages of war are not an excuse for Muslims to engage in any form of cruelty or violation of human rights. As the Qur'an says: "O ye who believe! stand out firmly for Allah, as witnesses to fair dealing, and let not the hatred of others to you make you swerve to wrong and depart from justice. Be just: that is next to piety: and fear Allah. For Allah is well-acquainted with all that ye do." [Al-Qur'an 5:8] It is forbidden under Islamic law, to ill-treat prisoners of war or to deny them the essentials of life, including medical treatment.

Respect for religious freedom: Physical Jihad cannot be waged with the objective of compelling people to embrace Islam. The Glorious Qur'an says: "Let there be no compulsion in religion" [Al-Qur'an 2:256] "If it had been thy Lord's will, they would all have believed,- all who are on earth! wilt thou then compel mankind, against their will, to believe!" [Al-Qur'an 10:99]

Accept peace: If the enemy offers peace, it should be accepted even at the risk of possible deception. The Glorious Qur'an says: "But if the enemy incline towards peace, do thou (also) incline towards peace, and trust in Allah: for He is One that heareth and knoweth (all things" [Al-Qur'an 8:61]

Can terrorism be compared to Jihad? Terrorism is usually defined as ideologically motivated indiscriminate violence that targets civilians, with the intention of inspiring terror in order to achieve political ends. Although this definition ignores the reality of state terrorism, it is clear that terrorism has no place in the noble concept of Jihad. Even Jihad that involves physical conflict is the very antithesis of terrorism, as is clear from the following differences:

Jihad can be launched only by an established authority as a policy in order to deter aggression. Terrorism, on the other hand, is committed by individuals or groups that have no legitimacy to speak for the majority. When terrorism is committed by states, it usually depends on misleading the masses.

Jihad is limited to combatants while terrorism involves indiscriminate killing of civilians. Jihad, when the need arises, is declared openly, while terrorism is committed secretly. Jihad is bound by strict rules of engagement while terrorism is not bound by any rules.

Conclusion: It is clear from the foregoing discussion that Jihad is a vast concept that encompasses various spheres of activity, all directed towards the betterment of self and society. Regardless of how legitimate a cause may be, Islam does not condone the killing of innocent people. Terrorizing the civilian population, whether by individuals or states, can never be termed as jihad and can never be reconciled with the teachings of Islam.

Source & for more informaton, please visit: www.irf.net , www.whyislam.org

✂ When you buy any food please check for the following Haraam Ingredients. You can make a copy of this list and distribute it to your family members.
Reference: www.eat-halal.com

Haram Food Ingredients

Animal shortening	Investigate
Collagen (Pork)	Haraam
Diglyceride (animal)	Haraam
Enzyme (animal)	Haraam
Fatty acid (animal)	Haraam
Gelatin	Haraam
Glyceride (animal)	Haraam
Glycerol/glycerin (animal)	Haraam
Hormones (animal)	Haraam
Hydrolyzed animal protein	Haraam
Lard	Haraam
Lecithin (if soya then Halaal)	Haraam
Monoglycerides (animal)	Haraam
Pepsin (animal)**	Haraam
Phospholipid (animal)	Haraam
Renin Rennet**	Investigate
Shortening (animal)*	Haraam
Whey**	Investigate

*Animal fat shortening can be from beef fallow or lard. If it is from lard, then it is Haraam. If it is from beef fallow, then the animal has to have been slaughtered Islamically, otherwise it is Haraam.

**Rennet/Pepsin: Rennet is a milk coagulant that is the concentrated extract of renin enzyme obtained from calves stomachs. Note: At the time of purchase, if you are unable to verify the fact, you can call the concerned company. The company's name and number is generally mentioned on the product, if not see the telephone directory.

সম্মানিত পাঠকের মতামত, ভুল সংশোধন ও দৃষ্টি আকর্ষণ e-mail *এ জানালে আগামী সংখ্যায় তা প্রতিফলিত হবে, ইন্‌শাআল্লাহ।*

নিজেকে এবং পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাচাঁন

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবারের লোকদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাচাঁও। (সূরা আত তাহরীম ঃ ৬)

তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গের নিকট যাও। তাদের মধ্যে বসবাস কর, তাদের (দ্বীনি) জ্ঞান শিক্ষা দাও এবং সেই অনুযাই আমল করার জন্যে তাদের আদেশ কর। (সহীহ্ বুখারী)

Quran & Sahih Hadith Based (Non-Political, Non-Sectarian) Community Development Magazine
একটি কুরআন ও সহীহ্ হাদীস ভিত্তিক (দল নিরপেক্ষ এবং নন-পলিটিক্যাল) কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট পত্রিকা
Editor: Amir Zaman, Digital Support & Published by: Najma Zaman
Suite # 306, 210 Oak Street, Toronto, ON M5A2C9. 647-280-9835, amiraway@hotmail.com , www.message4all.net